।। সত্যপথ ।।

ও

হাজিগঞ্জের বাহাছ

খাদেমুল ইসলাম

মোহাম্মদ হাতেম কর্ত্তৃক

প্রণীত

ও

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—

মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তদ্দ্বারা বসিরহাট মাওলানাবাগ

"নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১০ সাল)

মুদ্রণ মূল্য—১৫ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين *

সত্যপথ
ও
হাজিগঞ্জের বাহাছ

মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের "আবশ্যক বিজ্ঞাপন" নামে দ্বিতীয় একখানা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, যাহার আদ্যোপান্ত মিথ্যা কথা ও বাতীল রচনায় পূর্ণ করা হইয়াছে। জ্ঞানান্ধ গোমরাহ দল ব্যতীত কেহই উক্ত বিজ্ঞাপন খানার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

উক্ত বিজ্ঞাপনের বাতীল কথাগুলি কয়েক নম্বরে বিভাগ করিয়া রদ করা হইতেছে।

১। সাবধান! সাবধান! প্রতারিত হইবে না, আপন ইমান ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রস্তুত হউন।

আমাদের উত্তর

যিনি পরাজিত মৌঃ আবদুল লতিফ সাহেবের বাতীল আড়ম্বরে প্রতারিত হইবেন, তিনিই ইমান ও ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন।

২। ফুরফুরার মাওলানা আবুবকর সাহেব বড় বড় আলেকদিগকে

প্রতারিত করিবার জন্য কলিকাতা ২৪ পরগণার মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে তাঁহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া একটি প্রতারণার জাল পাতিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

ফুরফুরার হজরতের মুরিদ বাঙ্গালা দেশের অনুন্য বিশ হাজার আলেম হইবেন, যে শক্তিশালী বীরপুরুষের আলেম মুরিদের সংখ্যা এত অধিক, তিনি কি প্রতারক হইতে পারেন? মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের ন্যায় সহস্র সহস্র আলেম যাহার জুতা বহনকারী, সেই মোজাদ্দেদ জামানের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা ভদ্র মাওলানা সাহেবের কি উচিত হইয়াছে? আচ্ছা ভদ্র মাওলানা সাহেব কতজন বড় বড় আলেমকে মুরিদ করিয়া প্রতারিত করিয়াছেন? ভদ্র মাওলানার নিকট লোকের মুরিদ হইতে রুচি হয় না কেন? আর ফুরফুরার হজরতের নিকট এত সহস্র মৌলবি, মৌলানা মুরিদ হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভদ্র মাওলানা দিবেন কি? হজরত বলিয়াছেন عليكم با لسواد الاعظم من شد شذ فى النار মেশকাত।

"তোমরা বড় দল লোকের (অর্থাৎ আলেমের) পয়রবি করা লাজেম জান।' যে ব্যক্তি (উক্ত বৃহৎ জামাতের) পথ ত্যাগ করিবে, একা জাহান্নামে পড়িবে।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ফুরফুরার হুজুরের তরিকা বেহেশতের পথ, যেহেতু বৃহৎ জামায়াত আলেম উক্ত তরিকা অবলম্বন কারী হইয়াছে। আর মিরেশ্বরী নিবাসী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব যে সুদ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, তাঁহার পথ দোজখের পথ, ইহা বৃহৎ জামায়াত আলেমের পথের বিপরীত।

৩। এবং উক্ত মন্ত্রী সাহেব দ্বারাই তাঁহার প্রদত্ত খেলাফত নামার মুখবন্ধে কলেমাব তৈয়ম "লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহের" পরিবর্তে 'ইয়া আল্লা, রাছুলুল্লাহ আবুবকর ওমর লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদ ওছমান আলী" এই বাক্যটি লিখিয়া সর্ব্ব সাধারণের ইমান নষ্ট করিবার পথ দেখাইয়াছেন।

আমাদের উত্তর

ভদ্র মাওলানা দাবি করিয়াছেন যে, ফুরফুরার হজরত উক্ত খলিফা দ্বারা খেলাফত নামায় কলেমা পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন, ইহা মাওলানার একেবারে মিথ্যা কথা, আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না যে, মাওলানার দ্বারা তাহা গোচরী ভূত হইল।

পাঠক, উক্ত খেলাফতনামা খানি ফুরফুরার হজরতের নহে, তাঁহার উক্ত খলিফার লিখিত বা মুদ্রিত নহে, ইহা মিরেশ্বরী মাওলানার ন্যায় কোন লোকের লিখিত হইবে'। ইহার প্রমাণ এহকাকোল হক বা মাওলানা হামেদ ছাহেব নামীয় বিজ্ঞাপন রদ কেতাবে পাইবেন।

ভদ্র মাওলানা কোন অপরিচিত লোকের সেজরা হইতে উক্ত প্রকার বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিজে মাওলানা উহাতে প্রায় ৯/১০ স্থলে জাল করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ উক্ত কেতাবে পাইবেন।

উল্লিখিত খেলাফত নামাটি ফুরফুরার হজরতের কলিকাতা ২৪ পরগণার উপরোক্ত খলিফা কর্তৃক লিখিত বা মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা মিরেশ্বরী মাওলানা যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি জন সমাজে মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত থাকিবেন।

৪। উল্লিখিত বাক্যটি ভুল ক্রমে লেখা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না কারণ আমি তাঁহার প্রদত্ত তিন বারের মুদ্রিত ৩ খন্ড খেলাফত নামা সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি সবগুলিই একরকম, সুতরাং ইহা যে তাঁহার স্বীয় মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের উত্তর

ফুরফুরার হজরতের বা তাঁহার কোন উপযুক্ত খলিফার সেজরাতে উক্ত প্রকার কলেমা লেখা নাই, অবশ্য মিরেশ্বরী মাওলানার কোন শিষ্য এইরূপ জাল শেজরানামা ছাপাইয়া থকিবেন, ইহার জন্য ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার কোন খলিফা দায়ি নহেন।

৫। পূর্বোক্ত বিষয়ে মাওলানা কেরামত আলী ছাহেবের সুযোগ্য পুত্র জনাব মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ ছাহেব একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ মুমিন মোছলমানদিগকে স্পষ্টভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, উল্লিখিত ভাবে যাহারা খেলাফত নামা দেয় বা লয়, তাহারা কাফের এবং যাহারা উক্ত দলভুক্ত বা দলের পোষাক তাহারাও কাফের। সুতরাং মুমিন মোছলমানগণের সেই দল পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বা ফরজ।

আমাদের উত্তর

মাওলানা হামেদ ছাহেব নামীয় 'বিজ্ঞাপন যে বাতীল বিজ্ঞাপন, উহার প্রত্যেক ছত্র যে ভ্রান্তিমূলক, ইহা এহকাকোল-হক ও মাওলানার উক্তি খন্ডনে দেখিয়া লইবেন, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালায় প্রায় তিনশত মাওলানা মৌলবি উক্ত বিজ্ঞাপনের অসারতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিজ্ঞাপন লেখকের কাফের হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু সেজরা লেখক কিছুতেই কাফের নহে। এবং বহু সংখ্যক আলেমের মতের বিরুদ্ধে একজন বা দুইজন আলেমের মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

৬। এতভিন্ন আরও কতকগুলি মছয়েলা সম্বন্ধেও তাঁহার শরিয়তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের মছলাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের উত্তর

এস্থলে মিরেশ্বরী মাওলানা লা-মজহাবী দলের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা যাহা এমাম আজম সাহেবের মত নহে, তাহা উক্ত এমামের মত বলিয়া এবং যাহা হানাফি ফেকহের মস্‌লা নহে, তাহা উক্ত ফেকহের মস্‌লা বলিয়া প্রকাশ করিয়া প্রবীণ এমাম আজম ও তাঁহার মজাহাবটিকে জনসমাজে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র করিতে চেষ্টাবান হইয়া থাকে, কিন্তু সত্য পরায়ণ হানাফি আলেমগণের প্রবল দলীলে উক্ত ষড়যন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইরূপ সুদ জায়েজকারী মিরেশ্বরী মাওলানা যাহা পীর সাহেবের বা তাঁহার খলিফাগণের মত নহে তাহা তাঁহাদের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়া নিজেই মিথ্যাবাদী ও কলঙ্কিত হইতেছেন।

তিনি ১১টি মস্‌লা এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৮/৯ নম্বর মসলা দুইটি এই—

৮। কট কবালার কারবার করা এবং সেই জমির সদর খাজনা আদায় করিয়া মুনাফা ভোগ করা (ফুরফুরা পীর ছাহেবের মতে হারাম)

৯। রেহান গৃহিতা রেহান দাতার অনুমতি ক্রমে রেহানা বদ্ধ জমির সদর খাজনা আদায় পূর্ব্বক চাষ বা আয় ভোগ করা (ফুরফুরার পীর ছাহেবের মতে) হারাম।

আমাদের উত্তর

ইনি এই দুইটি মসলায় ফুরফুরার পীর ছাহেবের যে মত লিখিয়াছেন তাহা সত্য। এ সম্বন্ধে ফুরফুরার পীর ছাহেব বা তাঁহার খলিফাগণের মতের বিস্তারিত দলীল ইবতালোল বাতেল পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

৭। তামাক খাওয়া (ফুরফুরা পীর ছাহেবের মতে) হারাম ও কুফর।

আমাদের উত্তর

ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ এইরূপ মত ধারণ করেন না, ইহা মিরেশ্বরী মাওলানার জলন্ত মিথ্যা অপবাদ।

দোর্রোল-মোখতার, ৪/৬৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"আমার শিক্ষক নজ্‌ম (গুজি) বলিয়াছেন, যে তামাক নূতন প্রকাশ হইয়াছে, দেমাশ্‌ক শহরে ১০১৫ হিজরীতে উহা নূতন প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত তামাক পানকারী দাবি করিয়া থাকে যে, উহা নেশাকার নহে, যদি উহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে অবশ্য উহা ক্ষতিকর বস্তু, আর ক্ষতিকর হারাম হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ উক্ত হাদিস যাহা (এমাম) আহমদ (রঃ) হজরত ওম্মে ছালমা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন,—(জনাব) রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম প্রত্যেক নেশাকর ও ক্ষীতকার বস্তু (ভক্ষণ করিতে) নিষেধ করিয়াছেন।"

উক্ত শিক্ষক বলিয়াছেন, উক্ত তামাক একবার ও দুইবার পান করা গোনাহ কবিরা নহে, অবশ্য যদি হাকেম-শরিয়ত নিষেধ করেন, তবে নিশ্চিতরূপে হারাম হইয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বে উহা ব্যবহার করাতে অনেক

সময় শরীরের ক্ষতিকর হইয়া থাকে। হাঁ অন্যান্য ছগিরা গোনাহর ন্যায় বারাম্বার উহা পান করিলে, গোনাহ কবিরা হইয়া যাইবে। আশবাহ কেতাবে লিখিত আছে, (যে বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়া সম্বন্ধে শরিয়তের স্পষ্ট প্রমাণ নাই উহার হুকুম সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে), একদল বলেন, উহার হালাল ও হারাম হওয়ার কোন মীমাংসা করা যাইবে না। যে পশুর অবস্থা অজ্ঞাত হয় এবং যে শাক-শবজির বিষাক্ত হওয়া অজ্ঞাত থাকে, এই রূপ অজ্ঞাত অবস্থার বস্তুতে উভয় দলের মতভেদের ফল প্রকাশ হইয়া পড়িবে। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলেন, উক্ত নিয়ম দ্বারা আমাদের জামানায় যে তামাক প্রকাশ হইয়াছে, উহার হুকুম বুঝা যায়।

আমার শিক্ষকএ মাদি 'হেদইয়া' কেতাবে উক্ত তামাক, পিয়াজ ও রসুনের উপর কেয়াছ করিয়া মকরূহ বলিয়াছেন।''

শামি, ৫/৪৫৪ পৃষ্ঠাঃ—

তামাকের সম্বন্ধে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে, কতক বিদ্বান উহা কমরূহ বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান উহা হারাম বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান উহা মোবাহ বলিয়াছেন, প্রত্যেক দল এ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক কেতাব লিখিয়াছেন, শারাম্বালালির শরহে-অহদানিয়াতে আছে, তামাক বিক্রয় ও পান নিষেধ করা যাইবে। রোজা অবস্থায় তামাক খাইলে, রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে। আল্লামা সেখ এসমাইল নাবেলছি, 'দোরার' কেতাবের টীকায় লিখিয়াছেন, স্বামী স্ত্রীকে পিয়াজ, রসুন ও প্রত্যেক প্রকার দুর্গন্ধময় বস্তু খাইতে নিষেধ করিতে পারে, ইহাতে বুঝা যায় যে, (স্বামী স্ত্রীকে) তামাক খাইতে নিষেধ করিতে পারে, বিশেষতঃ যদি স্বামী উহা না খাইয়া থাকে। শায়খোল-মাশায়েখ মছিরি প্রভৃতি বিদ্বান তামাক পান নিষিদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। দোর্রোল-মোত্তাকাতে উহা হারাম হওয়ার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। সেখ এমাদি উহা মকরূহ তহরিমি হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, কেননা তিনি জামায়াতের ফজিলতের অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুদ খায়, কোন হারাম কার্য্য করে কিম্বা সর্ব্বদা তামাক খায়, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ।

আল্লামা-আলি আজহুরি গণি নাবেলছি উহা হালাল হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি ছাহেব "তরবিহোল-জানান" কেতাবের ৮-১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

আল্লামা আবদুল বাকি হানাফি, আল্লামা ওমর বেনে আবদুর রহিম শাফেয়ি আল্লামা মোহাম্মদ বেনে মহম্মদ ফৎহোল্লাহ মালেকি, আল্লামা মোহাম্মদ রুমি হানাফি, আল্লামা ছেবগাতোল্লাহ হানাফি, আল্লামা মোহাম্মদ বেনে ছাদদ্দিন হানাফি, শেখ খালেদ মালেকি, আল্লামা এবরাহিম বেনে মোহাম্মদ শাফেয়ি, আল্লামা নজম গুজি শাফেয়ি, সেখ এবরাহিম হাক্কানি মালেকি, সেখ ছালেম, সেখ মোহাম্মদ হাম্বলি বেনে ছিদ্দিক হানাফি, আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল বাকি মক্কি হানাফি, আল্লামা শেখ আহমদ বেনে আলি, আল্লামা আবদুল খালেক হানাফি, আল্লামা আবুল আব্বাছ মালেকি, আল্লামা হোছাএন বেনে আলি মুফ্‌তিয়ে-মালেকি ও আল্লামা ছোলায়মান বেনে ইয়াহইয়া প্রভৃতি আরও বহু বিদ্বান তামাক পান হারাম বা মকরূহ বলিয়াছেন। আল্লামা আবদুল গণি নাবেলছি উহা হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

আশবাহ কেতাবে উহা হালাল হওয়া বুঝা যায়। অছিলায় আহমদিয়াতে উহা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে।

মাজালেছোল আববার ৫৫০-৫৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

তামাক পান করা হারাম কিম্বা মকরূহ এবং উক্ত কেতাবে ইহার অনেক প্রমাণে পেশ করা হইয়াছে।

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১/২৮৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"হুক্কা হালাল ও হারাম হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, হুক্কা পানকারির মুখ হইতে কাঁচা পিয়াজ ও কাঁচা রশুনের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে এবং দোজখিদিগের উদর হইতে ধুম বাহির হইবে, তাহাদের ভাবাপন্ন হইতে হয়, এইজন্য উক্ত হুক্কা পান করা সমধিক সহিহ হইতে মকরূহ তহরিমি। হুক্কার মস্‌লার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তামাক খাওয়াতে

হারাম হওয়ার কারণ পরিলক্ষিত হয় না, কারণ শাক শবজি বিষাক্ত ও নেশাকর হওয়া এই দুই কারণে হারাম হইয়া থাকে, আর তামাকে দুইটি কারণ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তামাক এইরূপে ব্যবহার করা যে, উহার ধুম উদরে টানিয়া লওয়া হয়, উহাতে তিন প্রকার মকরূহ একত্রিত হয়, প্রথম হুক্কা পানকারির মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। যেরূপ পার্শ্বদেশে হাত রাখিয়া দাড়ান ও লৌহের আঙ্গুলি ব্যবহার করা শরিয়তে নিষেধ হইয়াছে। তৃতীয় এইরূপ তামাক পানে মুসলমানের অগ্নির সহযোগিতা প্রতীয়মান হয়, আর অগ্নির সহযোগিতা মকরূহ, কেননা ইহা আল্লাহতায়ালার শাস্তির নিদর্শন স্বরূপ। এই জন্য অগ্নি দ্বারা দাগ দেওয়া নিষেধ ও মকরূহ হইয়াছে। যদিও এই তিনটি বিষয় মকরূহ তঞ্জিহি, কিন্তু তিন মকরূহ তঞ্জিহি একত্রিত হওয়ায় মকরূহ তহরিমি হইয়া গেল।

আরও মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব তরবিহোল-জানান কেতাবে ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

"তামক খাওয়া হারাম নহে, বা মোবাহ নহে, বরং উহা মকরূহ, ইহাই সত্য মত, কিন্তু উহা মকরূহ তহরিমি হইবে কিম্বা মকরূহ তঞ্জিহি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। যদি উহা মকরূহ তহরিমি হয়, তবে এক জামায়াত—

আলেমের মতে গোনাহ কবিরা হইবে। আর যদি উহা মকরূহ তঞ্জিহি হয়, তবে উহা গোনাহ ছগিরা হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা ইহা পান করিলে, গোনাহ কবিরা হইয়া যাইবে। ইহাতে প্রকাশ হইল যে, অধিকাংশ প্রবীণ বিদ্বানের মতে তামাক পান করা গোনাহ কবিরা হইবে, ইহাই দলীলের সঙ্গত মত। আর মোবাহ হওয়ার মত বাতীল।

মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী "দোর্রোছ-ছমিন" কেতাবের ৯/১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

মাওলানা শাহ আবদুর রহিম ছাহেব বলিয়াছেন, আমাদের বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি তামাক পান করিতেন না, কিন্তু তিনি হজরতের জিয়ারত লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি জানি না যে, নিদ্রা অবস্থায় বা চৈতন্যাবস্থায়

(এই জিয়ারত হইয়াছিল)। এমতাবস্থায় হজরত (সাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। হজরত তথা হইতে প্রস্থান করিলে, তিনি তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার কি দোষ হইয়াছে? হজরত বলিলেন, তোমার গৃহে হুক্কা রহিয়াছে, আর আমি উহা নাপছন্দ করি।

আরও শাহ আবদুর রহিম ছাহেব বলিয়াছেন যে, দুইজন নেককার লোক ছিলেন, তন্মধ্যে একজন আলেম ও দরবেশ, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দরবেশ ছিলেন, কিন্তু আলেম ছিলেন না। তাঁহারা উভয়ে এক সময়ে একইরূপে হজরতের জিয়ারত করিয়াছিলেন। হজরত (সাঃ) দরবেশকে আপন মজলিশে দাখিল হইতে অনুমতি দিলেন, আর আলেমকে ইহার অনুমতি দিলেন না। দরবেশ কোন লোকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে তিনি বলিলেন, উক্ত আলেম তামাক পান করিয়া থাকেন, আর (হজরত) নবি (সাঃ) উহা মকরূহ জানেন। পর দিবস দরবেশ আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আলেম রাত্রির ঘটনার জন্য কাঁদিতেছেন, তখন ইনি ইহার কারণ অবগত করাইলেন, তৎক্ষণাৎ আলেম তওবা করিলেন। তৎপর রাত্রি তাঁহারা উভয়ে হজরতের জিয়ারত করিলেন, ইহাতে হজরত আলেমকে নিজের নিকটে উপস্থিত হইতে অনুমতি দিলেন।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তামাক খাওয়া সহিহ মতে মকরূহ তহরিমি, ফুরফুরার হজরতের বা তাঁহার খলিফাগণের ইহাই মত। তাঁহারা কখনও তামাক খাওয়া হারাম ও কুফর বলেন না। মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব লিখিয়াছেন যে, ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ উহা হারাম ও কুফর বলেন, ইহা একেবারে মিথ্যা অপবাদ। মাওলানা এরূপ মিথ্যা অপবাদ করিয়া কি নিজের পরকাল নষ্ট করিতেছেন না?

মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব

একটী মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বা

তাঁহার খলিফাগগণ বলেন যে,) তিন দিবস বাঁধিয়া রাখা ভিন্ন মোরগ খাওয়া হারাম।

আমাদের উত্তর

শামি, (পুরাতন ছাপা), ৫/৩২৩ পৃষ্ঠায় আছেঃ—

মোলতাকা কেতাবে আছে, যে জন্তু বিষ্ঠা ভক্ষণ করায় এরূপ হইয়াছে যে, তাহার নিকটে গেলে, দুর্গন্ধ বোধ হয়, উহা খাওয়া যাইবে না, উহার দুধ পান করা যাইবে না, উহার উপর ঐ অবস্থায় আরোহণ করা বা কোন বস্তু রাখা যাইবে না, ঐ অবস্থায় উহা বিক্রয় ও হেবা করা মকরূহ হইবে।

বাক্কলি বলিয়াছেন, উহার ঘাম পানাক।

দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, যতক্ষণ উক্ত জন্তুর মাংসের দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ উহাকে বাঁধিয়া রাখা হইবে, মোরগ তিন দিবস, ছাগল চারি দিবস, উট ও গরু দশ দিবস বাঁধিয়া রাখা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত।

এবনে আবেদিন শামী বলেন, অহবানিয়ার টীকায় তজনিছ কেতাব হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই মনোনীত মত। কেননা ঐ কয়েক দিবসে উক্ত জন্তুগুলি পাক হইয়া যায়। বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, যে জন্তু বিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই খায় না, তাহাকে কয়েক দিবস বাঁধিয়া রাখা শক্ত, কিন্তু উট এক মাস, গরু কুড়ি দিবস ও ছাগল দশ দিবস বাঁধিয়া রাখার কথা এই কেতাবে আছে।

(এমাম) ছারাখছি বলিয়াছেন, সমধিক সহিহ মতে উল্লিখিত দিবস নির্দ্দিষ্ট করার আবশ্যক নাই, বরং উহার দুর্গন্ধ দূর হওয়া অবধি বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে।

দোর্রোল-মোখতারে আছে, যদি উক্ত জন্তু বিষ্ঠা এবং অন্য বস্তুও খাইয়া থাকে, এমন কি উহার মাংস দুর্গন্ধময় না হইয়া থাকে, তবে (না বাঁধিয়া রাখিয়াও) উহা খাওয়া হালাল হইবে।

এবনে আবেদিন শামি বলেন, এই জন্য বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,

মোরগ খাওয়াতে দোষ নাই, কেননা উহা বিষ্ঠা এবং অন্যান্য বস্তু খাইয়া থাকে এবং উহার দুর্গন্ধময় হয় না। এক রেওয়াএতে আছে যে, (জনাব) নবি (সাঃ) মোরগ খাইতেন। আর যে রেওয়াএতে আছে যে, মোরগ তিন দিবস বাঁধিয়া রাখিয়া জবাহ করিতে হইবে, ইহা অতি পরিচ্ছন্নতার জন্য কথিত হইয়াছে, ইহা জয়লয়ি বলিয়াছেন।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা গেল যে, ছাড়িয়া দেওয়া মোরগ তিন দিবস বাঁধিয়া রাখা ভাল, না বাঁধিয়া রাখিয়া জবাহ করিলে, মকরূহ তঞ্জিহি হইবে। মোল্লা আলি কারি, মেশকাতের টীকা মেরকাতের ৪/৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

হজরত নবি (সাঃ) বিষ্ঠা ভক্ষণকারি জন্তু খাইতে এবং উহার দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই হাদিছটি তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন।

এবনোল-মালেক বলিয়াছেন, যদি উক্ত বিষ্ঠা ভক্ষণকারি জন্তুর মাংসে দুর্গন্ধ প্রকাশ হয়, তবে উহা খাওয়া নিষিদ্ধ হইবে, আর যদি উক্ত মাংসে দুর্গন্ধ প্রকাশ না হয়, তবে উহা খাওয়াতে দোষ নাই, এরূপ জন্তু কয়েক দিবস বাঁধিয়া রাখা যেন উহার মাংস পাক হইয়া যায়, তৎপরে জবাহ করা উত্তম। রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, (সাহাবা হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) মোরগ তিন দিবস বাঁধিয়া রাখিতেন।

ফাতাওয়ায় কোবরাতে আছে, ছাড়িয়া দেওয়া মোরগ তিন দিবস এবং বিষ্ঠা ভক্ষণকারী জন্তু দশ দিবস বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

শরহোছ ছুন্নাত কেতাবে আছে, বিষ্ঠা ভক্ষণকারী জন্তুর ব্যবস্থা এই যে, দেখিতে হইবে যে, যদি উক্ত জন্তু কখন বিষ্ঠা খাইয়া থাকে, তবে উহা বিষ্ঠা ভক্ষণকারী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহা খাওয়া হারাম হইবে না, যেরূপ মোরগ। আর যদি উক্ত জন্তু অধিকাংশ সময়ে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এমন কি উহার মাংস ও দুগ্ধে দুর্গন্ধ প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে উহা খাওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন,

যতক্ষণ উহা কয়েক দিবস বাঁধিয়া না রাখা হয়, এমন কি উহার মাংস পাক হইয়া যায়, ততক্ষণ উহা খাওয়া হালাল হইবে না, ইহা (এমাম) শাফেয়ি, আহমদ ও আবু হানিফা (রঃ) মত।"

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, ছাড়িয়া দেওয়া মোরগ তিন দিবস বাঁধিয়া না রাখিয়া খাইলে, মকরূহ তঞ্জিহি হইবে, আর ফাতাওয়ায় কোবরার মতে উহা মকরূহ তহরিমি হইবে।

যাহা হউক, উহা মকরূহ তঞ্জিহি হউক, আর তহরিমি হউক, হারাম নহে। ফুরফুরার হজরত ও তাঁহার খলিফাগণ ছাড়িয়া দেওয়া মোরগ খাওয়া হারাম বলেন না, অবশ্য তাঁহারা উহা মকরূহ তঞ্জিহি বলেন, এই জন্য তাঁহারা উহা খাইয়া থাকেন না।

হজরত বলিয়াছেন—

لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع
ما لا به باس حذرا لما باس •

"বান্দা যতক্ষণ না সন্দেহ যুক্ত বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহ শূন্য বিষয় ত্যাগ করে, ততক্ষণ পরহেজগার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।"

হজরত নবি (সাঃ) এর এই হাদিছ অনুসারে কতক মোবাহ কার্য্য পরিত্যাগ করা পরহেজগার লোকের কার্য্য। আর মকরূহ তঞ্জিহি ত্যাগ করা যে পরহেজগারি হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফুরফুরার হজরতের খলিফাগণ ছাড়িয়া দেওয়া মোরগ ভক্ষণ করেন না, এই জন্য মিরেশ্বরী মাওলানা অযথাভাবে এই অপবাদ প্রচার করিলেন যে, তাঁহারা উহা খাওয়া হারাম বলিয়াছেন, ধন্য মাওলানার মিথ্যা অপবাদ করার শক্তি, ধন্য তাঁহার মিথ্যা কথা লেখার ক্ষমতা।

মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব

মসলা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ বলিয়া থাকেন যে,) দুই চালা টুপি যাহা গান্ধী নামে প্রচারিত

তাহা ব্যবহার করাও হারাম ও কুফর।

আমাদের উত্তর

এইরূপ টুপী নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, মাওলানার লেখায় বুঝা যায় যে, উক্ত টুপী হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী গান্ধি ভক্ত দিগের আবিষ্কৃত।

হজরত নবি (সাঃ) বলিয়াছেনঃ—

من تشبه بقوم فهو منهم *

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সমভাবাপন্ন হয়, সে ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্গত হইবে।" মেশকাত।

মেরকাত, ৪/৪৩১ পৃষ্ঠা

"যে ব্যক্তি পোষাক ইত্যাদিতে নিজেকে কাফেরদের কিম্বা ফাছেক ফাজেরদের অথবা সুফি ও নেককারদিগের ভাবাপন্ন করিয়া দেখায়, সে ব্যক্তি গোনাহ ও নেকিতে তাহাদের তুল্য হইবে।

(শাফেয়ি মজহাবালম্বী) তিনি বলিয়াছেন, ইহা রূপ ও পোষাক পরিচ্ছদে খাটিবে, কিন্তু তাশাব্বোহ বলিলে, সাধারণতঃ পোষাকই বুঝা যায়।

মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, তাসাব্বোহ কেবল পোষাক পরিচ্ছেদে হইবে।"

আশেয়্যাতোল্লামায়াত, ৩/৫৮৫ পৃষ্ঠাঃ—

"যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য জাতির ভাবাপন্ন করে, সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে। তাশাব্বোহ অনেক ক্ষেত্রে স্বভাব, কার্য্যকলাপ ও পোষাকে, নেককারদিগের সহিত হইতেও পারে এবং বদকারদিগের সহিত হইতেও পারে। যদি স্বভাব ও কার্য্যকলাপে তাশাব্বোহ হয়, তবে জাহেরি ও বাতেনি উভয় প্রকারে উহার হুকুম জারি হইবে। আর যদি পোষাকে তাশাব্বোহ হয়, তবে কেবল জাহেরা উহার হুকুম জারি হইবে।"

মোল্লা আলি কারী 'ফেকহে-আকবরে'র টীকার ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি অগ্নি উপাসকদিগের টুপি পরিধান করে, অর্থাৎ উহা পরিধান করিয়া নিজেকে তাহাদের ভাবাপন্ন করে, কিম্বা অগ্নি উপাসকদিগের

খাস সবুজ রঙের কাপড় গলায় ধারণ করে, অথবা কোমরে রসি বন্ধন করে, যদি এই বস্ত্র ধারণ ও রসি বন্ধনে তাহাদের ভাবাপন্ন হওয়ার নিয়ত করে কিম্বা উহা পৈঁতা নামে অভিহিত করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আর যদি তাহাদের ভাবাপন্ন হওয়ার ধারণা না করে, তবে কাফের হইবে না।

এরূপ রাফিজিদিগের (শিয়াদিগের) টুপি পরিধান করা মকরূহ তহরিমি, কেননা হজরত নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জাতির ভাবাপন্ন হয়, সে ব্যক্তি দলের মধ্যে গণ্য হইবে।"

ফাতাওয়ায় আজিজি, ১/১০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

"শরিয়তের বিধান অনুসারে যে বিষয়টী কাফেরদের খাস নিয়ম হইয়াছে এবং মুসলমানেরা উহা ব্যবহার করেন, উহা পোষাকে হউক কিম্বা পানাহারে হউক তাশাব্বোহের মধ্যে গণ্য ও নিষিদ্ধ হইবে। আর যদি কাফেরদের খাস বিষয় নহে, যদিও কাফেরেরা অধিক সময় উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মুসলমানগণ অল্প সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন; উহাতে কোন দোষ নাই। এইরূপ কাফেরদের কতক খাস বস্তু মুসলমানগণ আরামের জন্য কিম্বা ঔষধের উপকারের জন্য ব্যবহার করেন, কিম্বা তদ্দ্বারা নিজদিগকে তাহাদের ভাবাপন্ন করার ধারণা না করেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য যদি মুসলমানগণ আপানাদিগকে তাহাদের দলভুক্ত করেন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের মন আকর্ষণ করার ধারণা করেন তবে এইরূপ তাশাব্বোহ প্রত্যেক অবস্থায় নিষিদ্ধ হইবে। (কাফেরদের) পূজা পার্ব্বানাদিতে তাশাব্বোহ প্রত্যেক অবস্থায় নিষিদ্ধ, মূল কথা উক্ত বিষয়ে কোন প্রকারের তাশাব্বোহ হউক না কেন নিষিদ্ধ হইবে।

পাঠক, গান্ধি টুপী খাস গান্ধিপন্থী হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত বস্তু, কতক মুসলমান কি জন্য উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন? গান্ধিভক্ত হিন্দুদের ভাবাপন্ন হওয়ার এবং তাহাদের মন আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করিয়া থাকেন। আর ইতিপূর্ব্বে তাশাব্বোহ করার ধারণায় কাফেরদিগের খাস পোষাক বা শিয়া রাফেজিদিগের টুপি ব্যবহার

করার হুকুম লিখিত হইয়াছে কাজেই উপরোক্ত প্রকার টুপি ব্যবহার করা অন্ততঃ পক্ষে মকরূহ তহরিমি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব

মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার পীর সাহেব ও তাঁহার খলিফাগণের মত এই যে,) মৈয়তের জন্য কোরাণ শরিফ হিলা সরা করা এবং তালাকের হিলা সরা করা হারাম।

প্রথম মসলা

আমাদের উত্তর

ফৎহোল-কালাম, ১৪/১৬/১৭ পৃষ্ঠাঃ—

ফাতাওয়ায় হাবি ও জামেয়োর-রমুজ কেতাবে আছে যে, যদি কোন লোকের কিছু নামাজ ও রোজা কাজা থাকে এবং এই অবস্থায় সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার উক্ত কাজা নামাজ ও রোজার ফেদইয়া ;(বদলা) দেওয়ার নিয়ম তিন প্রকার হইবে;—প্রথম এই যে, যদি তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ উক্ত ফেদইয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে প্রত্যেক নামাজ ও রোজার বদলে অর্দ্ধছা' (এক সের নয় ছটাক) ময়দা দরিদ্রকে দান করিবে।

দ্বিতীয়—যদি তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয় অংশ উক্ত ফেদইয়ার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ওয়ারেছ এক তৃতীয় অংশ কোন ফকিরকে দান করিবে, তৎপরে ফকির উহা কবুল করিয়া ওয়ারেছকে দান করিবেন। দ্বিতীয়বার ওয়ারেছ উক্ত ফকির বা অন্য ফকিরকে ঐ তৃতীয়াংশ অর্থ ফেদইয়া স্বরূপ দিবে, ফকির উহা কবুল করিয়া পুনরায় ওয়ারেছকে দান করিবে। তৎপরে তৃতীয়বার ওয়ারেছ উহা ফকিরকে ফেদইয়া স্বরূপ দিবে, এইরূপে প্রত্যেক নামাজ বা রোজার বদলে অর্দ্ধছা' ময়দা হইয়া যাইবে।

তৃতীয়—এই যে যদি মৃতের পরিত্যক্ত অর্থ সম্পত্তি কিছুই না থাকে, তবে ওয়ারেছ এক দিবসের বা কয়েক দিবসের রোজার ফেদইয়ার পরিমাণ

কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া উপরোক্ত পা কারে একজন ফকিরকে ফেদইয়া স্বরূপ দান করিবে, তৎপরে ফকির উহা ওয়ারেছকে দান করিবে, এইরূপ করিতে করিতে সম্পূর্ণ ফেদইয়া আদায় হইয়া যাইবে।

ফুরফুরার পীর ছাহেব বা তাঁহার খলিফাগণ এইরূপ করাকে জায়েজ বলিয়া থাকে।

আর আমাদের দেশে ইহা প্রচলিত হইয়াছে যে, যদি মৃত্যের কোন অর্থ সম্পত্তি না থাকে, তবে ওয়ারেছ তাহার নামাজ ও রোজার ফেদইয়ার মূল্য যত টাকা হয়, তত টাকায় একখান কোরাণ শরিফ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়া বলে যে, অমুকের নামাজ ও রোজার ফেদইয়া এত টাকা হয়, এই টাকার বদলে তোমাকে এই কোরাণ শরিফ খানা দিলাম।

লেখক বলেন, আমি নিজে ফুরফুরার হজরতকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা জায়েজ হইবে। মিরেশ্বরী মাওলানা মিথ্যাভাবে লিখিয়াছেন যে, ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ উহা হারাম বলিয়া থাকেন, ছি! ছি!! মাওলানার এত মিথ্যা অপবাদও গাইতেও পারেন।

২য় মস্‌লা

ফৎহোল কদিরে আছে,

যদি কেহ আপন স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তৎপরে অন্য একটি লোক এই শর্ত্তে তাহার সঙ্গে নিকাহ করে যে, সে নিকাহ ও সঙ্গম অন্তে তাহাকে তালাক দিয়া প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করিয়া দিবে, তবে এইরূপ শর্ত্ত সহ তহলিল করিয়া দেওয়া মকরূহ তহরিমি হইবে, কেননা রছুলে খোদা (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তহলিল করিয়া দিবে বা যাহার জন্য তহলিল করিয়া দেওয়া হয়, তাহার প্রতি লানত হইবে।

আর যদি এইরূপ শর্ত্ত না করিয়া তহলিল করিয়া দেয়, তবে মকরূহ হইবে না।

শরহে বেকায়া, ২/১১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

"তহলিল করিয়া দেওয়ার শর্ত্ত (দ্বিতীয় স্বামীর) নিকাহ করা মকরূহ

(তহরিমি) হইবে।”

তফছিরে-আহমদী, ১৩২ পৃষ্ঠা ঃ—

“স্ত্রীলোকও দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে (প্রথম স্বামীর জন্য) হালাল হওয়ার নিয়তে বিবাহ করা অনুচিত, কেননা নবি (আঃ) বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা যে ব্যক্তি তহলিল করিয়া দেয় এবং যাহার জন্য তহলিল করিয়া দেওয়া হয়, উভয়ের উপর লা'নত করিয়াছেন। এইরূপ নিকাহ (এমাম) আবু হানিফার মতে জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরূহ হইবে। আর যদি অন্তরে তহলিলের মত পোষণ করে, কিন্তু উভয়ের উহা প্রকাশ না করে, তবে মকরূহ হইবে না।” ইহাই ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণের মত।

মিরেশ্বরী মাওলানা ঃ—১১শ মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণের মত এই যে,) ধান, পাট, চাউল, সুপারী ইত্যাদির জিনিষ নগদ মূল্য হইতে বেশী মূল্যে বাকী বিক্রয় করা হারাম।

আমাদের উত্তর

হেদায়া, আয়নি, বাহরোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক ইত্যাদিতে আছে যে, ধারে বেশী মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ হইবে।

কিন্তু দোর্রাল-মোখতারে আছে ঃ—

شراء الشئى اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز
و يكره و اقره المصنف الخ *

“কর্জ লওয়ার উদ্দেশ্যে সামান্য বস্তু অতিরিক্ত মূল্যে খরিদ করা জায়েজ হইবে কিন্তু মকরূহ হইবে, তনবিরোল-আবছার প্রণেতা এই মত বলবৎ রাখিয়াছেন। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলেন, মা'রুজাতে-মুফতি আবি ছইদে আছে, সুলতানের হুকুম ও শায়খোল-ইসলামের ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে যে, দশ টাকার বস্তু (ধারে) সাড়ে দশ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে না, ইহার পরে যদি জয়েদ নামক একটি

লোক দশ টাকার বস্তু ধারে বার কিম্বা তের টাকায় বিক্রয় করে এবং তাহাকে সুলতানের হুকুম ও শায়খোল-ইসলামের হুকুম অবগত করান হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি ইহা মান্য না করে, তবে তাহার প্রতি কি হুকুম হইবে।

তদুত্তরে মুফতি আবু ছউদ বলিয়াছেন, তাহাকে তাজির মারা হইবে এবং যত দিবস তাহার তওবা ও পরহেজগারি প্রকাশ না হয়, তত দিবস তাহাকে বন্দী করা হইবে, তৎপরে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ইহা অপেক্ষা দাদন (ছালাম) আরও মন্দ, এমনকি এই ব্যাপারে কতক পল্লী উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

শামী, (পুরাতন ছাপা)), ৪/১৯৬ পৃষ্ঠা ঃ—

و هناك فتوى اخرى بازيد من احد عشر و نصف الخ

"এস্থলে (শায়খোল-ইসলামের) আর একটি ফৎওয়া আছে, উহা এই যে, দশ টাকা মূল্যের বস্তু সাড়ে এগার টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে না, ছাএহানি বলেন, ইহাই গ্রহণযোগ্য। এবনে আবেদিন বলেন, ইহা সুলতানের শেষ আদেশ, এইজন্য গ্রহণীয় হইবে।

এবনে আবেদিন শামি বলেন, কতক লোক পল্লীবাসিদিগকে গম ইত্যাদি (খরিদ করার) জন্য, কিছু টাকা এরূপভাবে অগ্রিম দানন (سلم) দিয়া থাকে যে, উক্ত গ্রামের উৎসন্ন হইয়া পড়ার কারণ হইয়া পড়ে, কেননা (উহার) মূল্য অতিরিক্ত কম স্থির করিয়া থাকে, ইহাতে সুলতানের হুকুম অপেক্ষা অধিক মূল্যে ধারে বিক্রয় করার ক্ষতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষতি হইয়া থাকে, কাজেই ইহা অপেক্ষা উল্লিখিত প্রকারে দাদন দেওয়া অধিকতর দূষিত।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, দশ টাকা মূল্যের জিনিষ সাড়ে এগার টাকার বেশী মূল্যে বিক্রয় করিলে মকরূহ তহরিমি হইবে।

আরও শামি, ৪/১১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

فى المنتقى بيع المضطر و شراؤه فاسد الخ -

একজন লোক কিছু খাদ্য, পানীয় (শরবত), কাপড় বা এইরূপ

কোন বস্তু খরিদ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিক্রয়কারী উহার ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ ব্যতীত বিক্রয় করিতে চাহে না। এইরূপ একজন একটি বস্তু বিক্রয় করিতে বাধ্য (বিব্রত) হয়, কিন্তু খরিদ্দার উহার ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত কম মূল্য ব্যতীত খরিদ করিতে চাহে না। এক্ষেত্রে উপরোক্ত কেনা বেচা দুইটী ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে, ইহা নাৎফ ও মানাহ কেতাবে আছে।"

পাঠক, যখন বিপন্ন ব্যক্তি নগদ কোন বস্তু কেনা বেচা করিতে গেলে, ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত কম বেশী মূল্য স্থির করিলে, উহা নাজায়েজ হইয়া যায়, তখন কোন বিপন্ন ব্যক্তি ধারে কোন বস্তু খরিদ করিতে বাধ্য হইলে, উহার মূল্য অতিরিক্ত বেশী লওয়া হইলে, কেন উহা অন্ততঃ মকরূহ তহরিমি হইবে না?

মিরেশ্বরী মাওলানা ঃ—১০ম মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ বলেন,) দুনি হারে ইজারা অর্থাৎ যে জমি বার্ষিক ২০ টাকা হারে খাজনা পাওয়া যায়, তাহা ১০ বৎসরের জন্য নগত ১০০ টাকা দিয়া ইজারা লওয়া অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে খাইখালাসী বা ক্ষয় পোষানী বলে তাহা হারাম।

আমাদের উত্তর

শরিয়তে ন্যায়ভাবে যাবতীয় কার্য্য করার হুকুম হইয়াছে, মুসলমান হইয়া মুসলমানের ক্ষতি করা শরিয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কোরাণ ঃ—

ان الله يامر بالعدل و الاحسان ـ

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় ভাবে কার্য্য করিতে ও উপকার করিতে হুকুম করিয়াছেন। মেশকাতে আছে ঃ—

ملعون من ضار مؤمنا و مكر به ـ

"যে ব্যক্তি কোন ইমানদারের ক্ষতি করে বা তাহার সহিত প্রবঞ্চনা

করে, সে ব্যক্তি লানত গ্রস্ত হইবে।”

কোরান শরিফে সুরা বাকারে আছে, যদি কেহ আপন স্ত্রীকে তালাক দেয়, কিন্তু তাহার সদ্য প্রসূত সন্তান থাকে, তবে উক্ত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকটি উক্ত সন্তানটিকে দুই বৎসর দুগ্ধ পান করাইবে এবং উক্ত সন্তানের পিতা বা ওয়ারেছ উক্ত স্ত্রীলোকের দুই বৎসরের খোরাক পোষাক দিতে বাধ্য হইবে। ইহা তাহার দুগ্ধ পান করানোর বেতন স্বরূপ হইবে, কিন্তু নিয়মিতরূপে উক্ত খোরাক পোষাক দিতে হইবে যেন পিতার নিকট সাধ্যাতীত খোরাক পোষাকের দাবি না করা হয় এবং তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ না করা হয় কিম্বা ন্যায্য বেতন ব্যতীত স্ত্রীলোকটিকে দুগ্ধ পান করাইতে বাধ্য করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ না করা হয়। আর যদি স্ত্রীলোকটি দুগ্ধ পান করাইতে ইচ্ছা না করে, তবে যেন তাহাকে এজন্য বাধ্য করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়।”

উপরোক্ত আয়তে দুগ্ধ পান করানোর ইজারা সম্বন্ধে ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, খোদাতায়ালা এস্থলে বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ পান করানোর ন্যায্য বেতন অপেক্ষা অধিক বেতন যেন পিতার নিকট হইতে না লওয়া হয় এবং তদপেক্ষা কম বেতন স্ত্রীলোককে না দেওয়া হয়, ইহাতে উভয়ের ক্ষতির কারণ হইয়া পড়িবে। কাজেই ইহা দুষিত ইজারা সাব্যস্ত হইল। এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, যে জমির ন্যায্য খাজনা ২০০ টাকা হয়, বিপন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে ১০০ টাকায় উহা ইজারা লইলে, অবশ্য সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কেহ মহা বিপন্ন না হইলে ২০০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা লইতে বাধ্য হয় না, ইহাতে কিছুতেই সে ব্যক্তি অন্তরের সহিত রাজি হইতে পারে না, অবশ্য এইরূপ বিপদের বিতাড়নে ৫০ টাকা বলিলেও সে বাধ্য হইত, কাজেই ২০০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা লওয়াতে ইজারা দাতা যে ক্ষতি গ্রস্থ হইবে, ইহাতে কিছুতেই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বাহরোর-রায়েক, ১/১৬২-১৬৩, শাঃ, ১/১৮৪ আলমগিরি ৩৯/৪০ ও কবিরি ৬৭ পৃষ্ঠা ঃ—

“যদি কাহার নিকট পানি না থাকে, আর অন্য একজন লোকের নিকট পানি থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি বিনা মূল্যে পানি দিতে অস্বীকার করে

এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি ন্যায্য মূল্য অথবা অল্প বেশী মূল্যে পানি বিক্রয় করে এবং ইহার নিকট উক্ত পরিমাণ টাকা থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। আর যদি অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

অতিরিক্ত মূল্য কাহাকে বলে, ইহাতে দুই প্রকার মত আছে, প্রথম এই যে, দ্বিগুণ মূল্যকে অতিরিক্ত বেশী মূল্য (غبن فاحش) বলা যাইবে, ইহা নওয়াদেরের মত। বাদায়ে ও নেহায়া কেতাবে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ বল্লেন, বিক্রেতারা যেরূপ মূল্যে বিক্রয় না করেন, তাহাকেই অরিক্তি বেশী মূল্য বলা হইবে। কবিরিতে ইহাকে সুবিধাজনক মত বলা হইয়াছে।"

২০০ টাকা যে জমির ন্যায্য খাজনা, ১০০ টাকা হারে উহা ইজারা লইলে, সমস্ত বিদ্বানের মতে উহাতে غبن فاحش অতিরিক্ত ক্ষতি হইবে, ইহাই উপরোক্ত মসলায় প্রমাণিত হয়।

দোর্‌রোল-মোখতার কেতাবে আছে:—

و لو ادعى رجل انها بغبن فاحش فان اخبر القاضى ذو خبرة انها كذلك فسخها -

"যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে যে, উক্ত ইজারা অতিরিক্ত ক্ষতির সহিত হইয়াছে, তৎপরে কোন তত্ত্বদর্শী লোক কাজিকে অবগত করান যে, সত্য সত্যিই ইজারাটি অতিরিক্ত ক্ষতির সহিত হইয়াছে, তবে কাজি উক্ত ইজারাটি বাতিল করিয়া দিবেন।"

তাহতাবি কেতাবে আছে:—

لو ادعى رجل انها بغبن فاحش فالاصل صحتها باجر المثل الا اذا اخبر القاضى يعنى لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه انها بغبن فاحش نظرا للاصل المذكور بل يرجع الى قول اهل البصر و الامانة *

"যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে যে উক্ত ইজারা অতি ক্ষতির সহিত হইয়াছে, তবে উহা ন্যায্য মূল্যে সহিহ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন কাজিকে ইহার সংবাদ প্রদান করে, তবে কাজি কেবল উপরোক্ত প্রকার দাবিতেই উহা নাজায়েজ হওয়ার হুকুম দিবেন না, বরং বিশ্বাস ভাজন তত্ত্বদর্শীর নিকট শুনিয়া (যদি উহা অতিরিক্ত ক্ষতির সহিত হইয়া থাকে), তবে নাজায়েজ হইবার হুকুম দিবেন)।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, ২০০ টাকা স্থলে ১০০ টাকা হারে ইজারা করা হইলে, গোনাহ জনক বা দুষিত ইজারা হইবে, কাজি এইরূপ ইজারা নাজায়েজ হওয়ার হুকুম দিবেন।

ইহার অন্য একটি নজির আছে, শরহে-বেকায়া, ২/৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "যদি বালেগা কন্যা মোহরে মেছেল অপেক্ষা অতিরিক্ত কম মোহর ধার্য্য করিয়া নিকাহ করিয়া থাকে, তবে ওলি হয় মোহর মেছেল পূর্ণ করিয়া লইবে, না হয় উক্ত নিকাহ ফছখ করিয়া লইবে।

মূল কথা, শরিয়ত কোন বিষয়ের ক্ষতির সমর্থন করে না, তবে কেনা বেচা বা ইজারায় কেন ক্ষতির সমর্থন করিবে?

পাঠক, কতকগুলি বিষয় ইজাব কবুল দ্বারা বা মৌখিক একরার দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই জন্য উক্ত বস্তুগুলি সহিহ বা জায়েজ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য কোন কারণে উহা নিষিদ্ধ বা মকরূহ হইয়া পড়ে, ইহার বহু নজির শরিয়তে আছেঃ—

১। যদি কোন লোক বল প্রয়োগ করিয়া একজনার নিকট হইতে তাহার স্ত্রীর তালাক দেওয়াইয়া লয়, তবে ইহাতে হানাফি মজহাবে তালাক সহিহ হইবে, কিন্তু বল প্রয়োগকারী গোনাহগার হইবে।

২। যদি কোন কোন দুষিত বস্তুর দোষ গোপন করিয়া কাহারও নিকট বিক্রয় করে, তবে উক্ত কেনা বেচা সহিহ হইবে, কিন্তু বিক্রয়কারী গোনাহগার হইবে।

৩। যদি অতিরিক্ত কম মূল্যে কোন বস্তুর অগ্রিম মূল্য দাদন দেয় তবে দাদন দেওয়া সহিহ হইবে, কিন্তু দাদনদাতা গোনাহগার হইবে।

৪। জুমার আজানের পর কেনা বেচা করিলে, উহা জায়েজ হইবে, কিন্তু গোনাহগার হইবে।

৫। যদি কেহ শহরের নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিয়া কয়েকমাস অবিক্রীতাবস্থায় রাখিয়া উহার মূল্য মহার্ঘ হওয়ার পরে বিক্রয় করে, তবে উক্ত বিক্রয় জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে।

এইরূপ ইজাব কবুল করিলে, কেনা বেচা বা ইজারা সহিহ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষতি করার জন্য উহা গোনাহ ও দুষিত কার্য্য হইবে।

মিরেশ্বরী মাওলানা— ৫ম মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বলেন যে) জানাজা ও জেয়ারত উপলক্ষে খয়রাত দেওয়া ও লওয়া হারাম।

আমাদের উত্তর

জানাজা ও জেয়ারত বিশুদ্ধভাবে খাঁটী নিয়তে করিলে এবং গৃহস্থ ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্য খয়রাত দিলে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা কিছুতেই হারাম হইতে পারে না। ফুরফুরার হজরত উহা জায়েজ বলেন।

মিরেশ্বরী মাওলানা—৭ম মসলা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, (ফুরফুরার হজরত বলেন যে,) নিউ স্কিম অর্থাৎ নূতন নিয়মে গঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষা করা হারাম।

আমাদের উত্তর

আমি ফুরফুরার হজরতের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, পুরাতন নেছাবের মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ এবং নূতন নেছাবের মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ, কিন্তু মিরেশ্বরী মাওলানা উক্ত হজরতের উপর মিথ্যা অপবাদ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন।

মিরেশ্বরী মাওলানা—লিখিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে সুফি খেতাবের

একদল মুরিদান মাওলানা রুহুল আমিনকে জিব্রাইল আলায়হেছালাম এবং ফুরফুরার মাওলানাকে আবুবকর রাজি আল্লাহ আনহু বিবেচনা করিয়া আপন ইমান ও ধর্ম্ম হারাইতেছে।

আমাদের উত্তর

এস্থলে মাওলানা জলন্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, সুফি খেতাবের কোন লোকই তাঁহাদিগকে হজরত জিব্রাইল (আঃ) বা হজরত আবুবকর (রাঃ) ধারণা করেন না।

কোরাণ শরিফের সুরা হোজরাতে আছে ঃ—

পর-নিন্দা করা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার তুল্য গোনাহ। হজরত বলিয়াছেন, যাহা-তোমার ভ্রাতার মধ্যে না থাকে, যদি তুমি তাহা বল, তবে তুমি বোহতান করিলে। মাওলানা এস্থলে হজরত জিব্রাইল)আঃ) এর প্রতি বিদ্রুপ করিয়াছেন।

আলমগিরি কেতাবে তাতারখানিয়া কেতাব হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি কোন ফেরেশতার নিন্দাবাদ করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মিরেশ্বরী মাওলানা ছাহেব তৃতীয় একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া 'বন্দেমাতরম' বলা জায়েজ স্থির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'বন্দেমাতরম' ফার্সি শব্দ বটে। পূর্ব্বে ঐ শব্দটি বন্দে মাদরম' ছিল।

'দ' অক্ষরটি উঠাইয়া 'ত' অক্ষর দ্বারা পরিবর্ত্তন করিয়া 'বন্দে মাতরম' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হইয়াছে। 'বন্দে শব্দের অর্থ ''বান্দা'' 'মাদার' শব্দের অর্থ ''মাতা'' ও মিন' অক্ষরের অর্থ ''আমি'' সমস্ত মিশ্রিত শব্দের অর্থ (ভারত মাতার বান্দা আমি) অথবা ভারতের হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান, আমাদের একতা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমাদের উত্তর

মাওলানা 'বন্দেমাতরম' শব্দটি ফার্সি শব্দ বলিয়াছেন। ইহা বৈজ্ঞানিক যুগের একটী নূতন আবিষ্কার মাওলানা দেশি বিজ্ঞান দর্শনের পৃষ্ঠা

উল্টাইয়াছেন। মাওলানা বলিয়াছেন, মূলে 'বন্দে মাদরম' ছিল, বন্দে শব্দের অর্থ বান্দা। এক্ষণে মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করি, ফার্সি অভিধানে بندہ বান্দাহ শব্দ আছে, কিন্তু বন্দে শব্দ কোন ফার্সি অভিধানে আছে? করিমোল্লাগাতে আছে? না লোগাতে-বেশওয়ারিতে আছে? না বোরহানে কাতে অভিধানে আছে? আশা করি মাওলানা 'বন্দে' শব্দটি ফার্সি অভিধান হইতে সন্ধান করিয়া লোকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

দ্বিতীয় মাদরম শব্দে 'দ' অক্ষর 'ত' অক্ষরের সহিত কেন পরিবর্ত্তন করা হইল? সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় ৎ, ত অক্ষর স্থলে 'দ' অক্ষর পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও কোন ব্যাকরণের সুত্রানুযায়ী হয়, বিনা কারণে হয় না, কিন্তু 'দ' স্থলে 'ত' পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না।

তৃতীয় بندہ مادرم 'বান্দায় মাদারাম' একটি অসম্পূর্ণ বাক্য (জোমলা), কারণ বান্দা মোজাফ, মাদার মোজাফ, এলায়হে ও মোজাফ, মিম মোজাফ এলায়হে; এই সম্পূর্ণ কথাটির খবর হইল, এই খবরের 'মোবতাদা' কোথায় অবশ্য من بندہ مادرم 'মান বান্দায় মাদরম' হইলে পুরা জোমলা হইত।

চতুর্থ 'বন্দে মাতরম' ইহার বন্দে শব্দ মোজাফ হইতে পারে না কারণ মোজাফ হইলে بندہ বান্দায় হইত।

পঞ্চম সংস্কৃত আলাহেদা একটী ভাষা; উক্ত ভাষায় কি উক্ত মর্ম্মের শব্দগুলি পাওয়া যায় না যে, ফার্সী ভাষা হইতে উক্ত শব্দ কর্জ্জ করিয়া লইতে হইবে।

ষষ্ঠ 'মিম' অক্ষরের অর্থ মাওলানা 'আমি' লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার পুরা অনুবাদ এইরূপ হইবে—"আমার মাতার হইতেছি" জমিরে মোতাকাল্লেম মোজাফ এলাহে হইলে, উহার অর্থ 'আমি' হয় না, من 'মান' থাকিলে 'আমি' হয়।

ইহাতে বুঝা গেল, মাওলানা সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফার্সি ও আরবীতে অগাধ বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ অর্থ করিবেন কেন? যাহা ফার্সি নহে তাহা ফার্সি বলিয়া দাবি করিবেন কেন? মাওলানা আরবী

পড়িতে পড়িতে ফার্সি ভুলিয়া গিয়াছেন, নচেৎ 'বন্দে' শব্দকে ফার্সী বলিয়া দাবী করিবেন কেন? 'মিম' শব্দের অর্থ আমি বলিয়া প্রকাশ করিবেন কেন?

সপ্তম মাওলানা গড়িয়া পিটিয়া উহার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,— "ভারত মাত্যর বান্দা আমি।'

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী 'তফছিরে আজিজির' ১২৭ পৃষ্ঠায় ও মাওলানা ইসহাক সাহেব মেয়াতো-মাসায়েলের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বান্দায় আলি, বান্দায় হাছান, আবদো-ফোলান ইত্যাদি নাম রাখিলে শেরেক হয়।"

এসূত্রে 'ভারত মাতার বান্দা' এই শব্দে শেরেক হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মাওলানা সংস্কৃত ভাষা হইতে ফার্সী ভাষার দিকে পলায়ন করিয়াও লাভ করিতে পারিলেন না, বরং টাটকা শেরেকে পতিত হইলেন। মাওলানা শেরেকি কথাকে নির্দ্দোষ জায়েজ বলিয়া লোকের দীন ইমান নষ্ট করিতেছেন কি না তাহাই নিরপেক্ষ আলেমগণের বিচার সাপেক্ষ।

বন্দেমাতরম শব্দের অর্থ

ইহা সংস্কৃত শব্দ 'বন্দে' শব্দ বন্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উত্তম পুরুষের বর্ত্তমান কালে, এক বচনে বন্দ শব্দের সহিত 'এ' বিভক্তি যোগে (বন্দ-এ) "বন্দে" হইয়াছে। আর 'মাতৃ' শব্দ দ্বিতীয়ার একবচনে 'মাতরম' হইয়াছে। 'বন্দে' শব্দের অর্থ হইল, আমি স্তব স্তুতি করিতেছি, আমি পূজা করিতেছি, আমি বন্দনা করিতেছি, ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি তছবিহ পড়িতেছি, হামদ করিতেছি। বন্দেগী ও এবাদত করিতেছি। 'মাতরম' শব্দের অর্থ মাতাকে, মাতা শব্দের অর্থ জননী, পৃথিবী, মাহেশ্বরী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, বারুণী, জটামাংসী, দুগল, ভগবতী, পার্ব্বতী ইত্যাদি। 'বন্দে মাতরম' শব্দের অর্থ আমি মাতাকে পূজা, আরাধনা বন্দিগী করিতেছি। প্রকৃত বোধ অভিধান,

ঝুকিয়া পড়িতে। আর যদি তুমি তাহাদের দিকে একটু ঝুকিয়া পড়িতে, তবে আমি তোমার ইহ জগতে দ্বিগুণ (আজাব) ও মৃত্যু কালে দ্বিগুণ (আজাব) প্রদান করিতাম।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুদের আবদারে প্রতারিত হইয়া গো-কোরবাণী ত্যাগ করা ও বন্দেমাতরম বলা কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না।

গান্ধিপন্থী মুসলমাগণের দাবি এই যে, বন্দেমাতরম শব্দের এইরূপ অর্থ হইতেই পারে; "আমি আমার মাতার সেবা করি" ইহাতে শেরক হইবে কেন? ইহা বলা নাজায়েজ হইবে কেন?

তদুত্তরে আমরা বলি, কোরাণ শরিফে আছে ঃ—

يا يها الذين آمنوا لا تقولو راعنا و قول انظرنا و اسمعوا -

"হে ইমানদারগণ তোমরা 'রায়েনা' বলিও না এবং বল 'উনজোরনা' এবং শ্রবণ কর।"

'রায়েনা' শব্দের এক অর্থ আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় অর্থ নির্ব্বোধ। য়িহুদিরা হজরতের সহিত কথা বলা কালে দ্বিতীয় অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহার করিত, আর তাহাদের দেখাদেখি সরলচেতা মুসলমানগণ হজরতের সহিত কথা বলার সময় উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। অবশ্য তাঁহারা প্রথম অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন। সেই সময় খোদাতায়ালা এই আয়ত নাজিল করেন। আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, তোমরা এরূপ শব্দ ব্যবহার করিও না যাহার এক প্রকার মন্দ অর্থ আছে। বরং 'উনজে রনা' শব্দ ব্যবহার কর, উহার অর্থ আপনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, 'বন্দে মাতরম' শব্দের কোন প্রকার ভাল অর্থ থাকিলেও যখন উহার কয়েক প্রকার কাফেরি মর্ম্ম আছে, তখন উহা বলা কিছুতেই জায়েজ হইবে না।

শামি কেতাবের ৩/৩২৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

কেহ কেহ বলিয়াছেন, দরবেশে-দরবেশা এই কথা বলিলে, কাফের

হইতে হয়! এবনে আবেদিন শামি বলেন, ইহার ব্যবহৃত অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তু আমার পক্ষে হালাল। ইহাতে হারামকে হালাল জানা হইল, এই জন্য ইহা বলিলে, কেহ কাফের হওয়ার হুকুম দিয়াছেন, কিন্তু উহাতে কাফের না হওয়াই যুক্তি সঙ্গত মত, কেননা উহার অভিধানিক অর্থ এই যে, আমি ফকিরদিগের ফকিরি অবলম্বন করিলাম।

নুরোল-আএন কেতাবে আছে ঃ—

যে কেহ ইহার অর্থ না জানিয়া কলন্দরিয়া ফকিরদিগের তকলিদ করিয়া উহা বলিরে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কিম্বা তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে, কাজেই কাহাকেও এইরূপ কথা বলিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, "বন্দে মাতরম" শব্দের কোন ভাল অর্থ থাকিলেও উহা বলা জায়েজ হইতে পারে না।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, "বন্দে মাতরম" শব্দের কোন ভাল অর্থ থাকিলেও উহা বলা জায়েজ হইতে পারে না।

সহিহ বোখারীতে, ২/৫৭৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"আবু ছফইয়ান বাহির হইয়া বলিল, এই দলের মধ্যে মোহাম্মদ আছেন কি? তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, তোমরা উহার উত্তর দিও না। তৎপরে ছুফইয়ান বলিল, এই দলের মধ্যে আবু কোহাফার পুত্র (আবুবকর) আছেন কি? হজরত বলিলেন, তোমরা উহার উত্তর দিও না। তৎপরে আবু ছুফইয়ান বলিল, এই দলের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র (ওমর) আছেন কি? তৎপরে আবু ছুফইয়ান বলিল, নিশ্চয় ইহারা হত হইয়াছেন। যদি ইহারা জীবিত থাকিতেন, তবে অবশ্য উত্তর দিতেন; ইহাতে (হজরত) ওমার স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাজেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, হে খোদার শত্রু, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। খোদাতায়ালা তোমাকে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত করুন। আবু ছুফইয়ান বলিল হে হোবল, তোমার বোলবলা হউক। তৎশ্রবণে হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা উহার উত্তর দাও। তাঁহারা বলিলেন, আমরা কি উত্তর দিব? হজরত বলিলেন, তোমরা বল, আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম মহামান্বিত।

আর ছুফইয়ান বলিল, আমাদের ওজ্জা (প্রতিমা) আছে, তোমাদের ওজ্জা নাই। হজরত বলিলেন, তোমরা, উহার উত্তর দাও। তাঁহারা বলিলেন, আমরা কি বলিব? হজরত বলিলেন, তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের সহায়তাকারী এবং তোমাদের সহায়তাকারী কেহ নাই।

এই হাদিছে বুঝা গেল, মুসলমানগণ পৌত্তলিকদিগের বিশিষ্ট বচনের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য, তাহাদের বিশিষ্ট বচন ব্যবহার করা মুসলমানগণের পক্ষে জায়েজ নহে, কাজেই "বন্দে মাতরম" বলা ইহাদের জায়েজ হইতে পারে না।

মেশকাত, ৩৯৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমরাম বেনে হোছাএন বলেন, আমরা ইসলামের পূর্ব্ব জামানায় (ছালাম স্থলে) বলিতাম, আনয়ামাল্লাহো বেকা আয়নান, আনয়েম ছাবাহা (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার চক্ষু শীতল করুন, তোমার সুপ্রভাত হউক)। ইসলাম আসিলে উহা বলিতে আমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা হইল। ইহা কাফেরদিগের ছালামের নিয়ম ছিল। মুসলমানদিগের পক্ষে ইহা বলা নিষেধ হইল, মুসলমানগণ নিজেদের আল্লাহো আকবর ধ্বনি ত্যাগ করিয়া 'বন্দে মাতরম' শব্দে মত্ত হইয়াছেন, ইহা কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না।

মিরেশ্বরী মাওলানা লিখিয়াছেন ঃ—

'বন্দে মাতরম' শব্দের অর্থ না জানিয়া বলিলে, কেন নিকাহ দোহরাইতে হইবে ও তওবা করিতে হইবে?

আমাদের উত্তর

শামি; ৩/৩২৬ পৃষ্ঠা আছে ঃ—

"সাইয়োন-লিল্লাহ শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে; এক প্রকারে কাফের হইতে হয়, আর এক প্রকার নির্দ্দোষ অর্থ আছে, উক্ত শব্দ বলিলে, কোন কোন বিদ্বানের মতে কাফের হইতে হয়, কিন্তু ইহাতে কাফের না হইয়াই সঙ্গত। যে ব্যক্তি উহার অর্থ না জানিয়া বলে' তহাকে তওবা ও এস্তেগফার করার ও নিকাহ দোহরাইবার হুকুম দেওয়া যাইবে। কেননা যে

বিষয়ের কাফের হওয়া ও না হওয়াতে মতভেদ আছে, এইরূপ স্থলে তওবা ও এস্তেগফার করার ও নেকাহ দোহরাইবার হুকুম দেওয়ার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

মিরেশ্বরী মাওলানা একটি গল্প লিখিয়াছেন, একজন দফতরি ফার্সি জানিত। একজন বাদশাহ তাহার নিকট কোরাণ শরিফ জেলদ বাঁধাইতে দিয়াছিলেন। দফতরি কোরাণের খার্রামুছা স্থলে খার্রা-ইছা, ইন্নাছছালাতা তানহা স্থলে ইন্নাছ-ছালাতা বেল-জামায়াতে ও শয়তান স্থলে বাদশাহ বা তাহার নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। বাদশাহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, হুজুর হজরত মুছা (আঃ)-এর গাধা ছিল না, বরং হজরত ইছা (আঃ) এর গাধা ছিল; কাজেই কোরাণে খার্রা ইছা হইবে। জামায়াতে নামাজ পড়ার হুকুম আছে, কাজেই ইন্নাছ ছালাতা বেল জামায়াতে হইবে। আর পাক কোরাণে খোদার শত্রু শয়তানের নাম থাকিবে কেন? আপনার ও আমার নাম থাকিবে। পাঠক, অবিকল এই ফার্সি জানলে ওয়ালা দফতরির ন্যায় মিরেশ্বরী মাওলানার অবস্থা হইয়াছে। কারণ তিনি বন্দে সংস্কৃত মাতরম শব্দ দেখিয়া উহাকে মাদরম ধারণা করিয়াছেন। মাওলানার ফার্সিদাঁনির প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দৃষ্টান্তটি মাওলানার পক্ষেই খাটিবে। ইহা মাওলানার বাতীল বচসার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। আবশ্যক হইলে, বিস্তারিত আলোচনা করিব।

হাজিগঞ্জের বাহাছ

বিগত সন ১৩৩০ সালের ৭/৮ই ফালগুন ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অধীতে হাজিগঞ্জে জমিয়াতোল ওলামার যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, উক্ত সভায় শিজরা লিখিত কলেমা সংক্রান্ত গোলযোগ মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ নওয়াখালীর মাওলানা হামিদ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে একখন্ড পত্র প্রেরণ করেন যে, ফুরফুরার পীর সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করিবেন, আপনিও উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত ফাছাদ মীমাংসা করিয়া লউন। ইহাতে তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন। মাওলানার উদ্দেশ্য কেবল দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাখা। সভা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তিনি নিরুত্তর হইবেন, তাঁহার অন্যায় আচরণ লোকের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাঁহার ফাছাদ করার সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। কতকগুলি নিরক্ষর লোককে ধোকার জালে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না, এই সকল কারণে তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত হন নাই। যাহা হউক, তাঁহার পক্ষীয় জৌনপুরের মাওলানা আবুল ফারাহ সাহেব এবং চট্টোগ্রামের মিরেশ্বর নিবাসী সুদ জায়েজকারী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ফুরফুরার পীর ছাহেব সদলবলে উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিবস সভা শেষ হইলে সন্ধ্যার পরে কর্ত্তৃপক্ষগণ শিজরার কলেমা সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করার জন্য হিন্দুস্থানের জমিয়াতোল-ওলামার সেক্রেটারী জনাব মৌলানা আহমদ সইদ সাহেবের নিকট, যিনি এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন, প্রস্তাব করেন। মসজিদের মধ্যে বাহাছ সভার স্থান নির্দ্ধারিত হইল, এই সংবাদ হাজিগঞ্জের বিরাট মসজিদ লোকে লোকারাণ্য হইয়া গেল। সহস্রাধিক মুনশী, মৌলবী ও মাওলানা দর্শকরূপে উপস্থিত হইলেন। এক পক্ষে ফুরফুরার আ'লা হজরত, তাঁহার খলিফা মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব, ইসলাম দর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব, আঞ্জমনে ওয়ায়েজিনের

অনারারী প্রচারক মৌলবী মোজাফফর উদ্দিন সাহেব উপস্থিত হইলেন। অন্যপক্ষে জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ সাহেব ও মিরেশ্বরী নিবাসী মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব দন্ডায়মান হইলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে উক্ত মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব সালিশী নির্ব্বাচিত হইলেন।

বাহাছ আরম্ভ

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব ফুরফুরার আ'লা হজরতের নিকট শিজরার লিখিত কলেমার কয়ফিএত তলব করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার খলিফা মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন সাহেবকে তাঁহার নিজের দস্তখতি শেজরাখানি পেশ করিতে হুকুম দিলেন। এই শেজরাখানিতে ফুরফুরার হজরতের নিজের দস্তখত ছিল। উক্ত শেজরার শিরোনামাতে স্পষ্টাক্ষরে সোজাভাবে কলেমা লিখিত ছিল। তখন সালিশ মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই শেজরাতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কিনা? তাঁহারা শেজরাখানা হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ নাই।

তৎপরে মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন সাহেব আর একখানা শেজরা পেশ করিলেন; উহাতে ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা জনাব ছুফি ছদরদ্দিন সাহেবের দস্তখত ছিল। উহাতেও সোজাভাবে কলেমা লিখিত ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই শেজরাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কি না? ইহাতে তাঁহারা উভয়ে বলিলেন যে, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

তৎপরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব জনাব পীর সাহেবের অন্য খলিফা জনাব সুফী তাজম্মোল হোসায়েন সাহেবের দস্তখতি তৃতীয় একখানা শেজরা পেশ করিলেন। উহাতেও সোজা ভাবে কলেমা লেখা ছিল। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব উক্ত মাওলানাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, ইহাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা?

তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, ইহাতেও আমাদের কোন প্রকার আপত্তি নাই।

তৎপরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব চতুর্থ একখানা শেজরা পেশ করিলেন। এই শেজরাখানাতে উক্ত সুফী তাজম্মোল হোছাএন সাহেবের দস্তখত ছিল এবং উহার শিরোনামায় তোগরা অক্ষরে নিম্নোক্তভাবে কলেমা লেখা ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, এইরূপ লেখার কারণ কি?

তদুত্তরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার রচিত "এহকালোল হক" কেতাব হইতে কতিপয় দলীল পড়িয়া শুনাইলেন। উহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, তোগরার নিয়মে কোন আয়ত, কলেমা ইত্যাদি লিখিলে, উপরের শব্দ নীচে এবং নীচের শব্দ উপরে লেখা জায়েজ আছে। ইহার জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোন আলেমের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(১) মিরাঠের হাসিমি প্রেসে মুদ্রিত সহিহ বোখারীর প্রথমে একটী আয়ত ও একটি দরুদ তোগরা ভাবে লেখা আছে; যদি সোজা ভাবে উহা পড়া যায়, তবে উহার মর্ম্ম বিপরীত হইয়া যায়।

(২) কানপুরের নামি প্রেসে মুদ্রিত আবুদাউদের প্রথমে, (৩) মোজতাবায়ি প্রেসে মুদ্রিত এবনে মাজার প্রথমে, (৪) হেদায়ার প্রথম খন্ডের প্রথমে, (৫) তফছিরে আজিরির প্রথমে, (৬) মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের নফয়োল-মুফতি কেতাবের প্রথমে, (৭) একমাল কেতাবে প্রথমে, (৮) মেশকাতের প্রথমে, (৯) মাওলানা হামেদ সাহেরের ওয়ালেদ মাজেদ মাওলানা কারামত আলি সাহেবের 'নুরোল আলা নুর' কেতাবের প্রথমে, (১০) হাজি ইয়াকুব সাহেবের প্রেসে মুদ্রিত উক্ত জৌনপুরী মাওলানা সাহেবের "রফিকোছ-ছালেকিন" কেতাবের প্রথমে এবং (১১) মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের 'আছ-ছরুর' কেতাবের প্রথমে কয়েকটি আয়ত ও হাদিস তোরগা অক্ষরে লেখা আছে—যাহা সোজা ভাবে পড়িতে গেলে, আয়ত ও হাদিসগুলি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। (১২) মাওলানা হামেদ সাহেবের ভাই মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেবের সেজরার উপরে (১৩) জৌনপুরের মাওলানা আবদুর রব সাহেবের শেজরার উপরে তোগরা ভাবে বিছমিল্লাহ লেখা আছে; সোজা ভাবে পরিলে বিছমিল্লাহ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। (১৪) দিল্লীর বাদশার ৯৮৮ হিজরীর দুইটি টাকায় তোগরা ভাবে কলেমা লেখা আছে; সোজা ভাবে পড়িলে "লা আল্লাহো ইল্লা এলাহা মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহ" কিম্বা "আল্লাহো লাএলাহা ইল্লা মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহ" হয়।

তফছিরে করিরে ১—৮৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, স্বয়ং হজরত জিব্রাইল (আঃ) খোদার হুকুমে কলেমার সঙ্গে "আবু-বকরোনেছছিদ্দিক" নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। শেফায় কাজি এয়াজের ১/২১১ পৃষ্ঠায় আছে যে, একজন সহিদ জীবিত হইয়া মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ শব্দের পরে প্রথম তিন খলিফার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এজালাতোল খেফাতে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) কলেমার সহিত তিন খলিফার নাম লেখা দেখিয়াছিলেন।

মক্কা ও মদিনা শরিফের অনেক স্থলে আল্লাহ মোহাম্মদ এই নামের পরে বা কলেমার পরে সাহাবাগণের নাম লেখা আছে। আরও এইরূপ

লেখাতে যে কোন দোষ নাই, এ সম্বন্ধে কানপুর, ছাহারানপুর, দেওবন্দ ও বেরেলির মাওলানাগণের ফৎওয়া আমাদের নিকট আছে। আমি এহকাকোল-হক কেতাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

তখন জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ সাহেব বলিলেন যে, তোগরা অক্ষরে এইরূপ লেখা জায়েজ আছে, কিন্তু ইহা তোগরা কিনা?

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এই তোগরা লেখা কলেমার আলোচনা পরে করা যাইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের শেজরাতে যখন কোন দোষ নাই, একথা আপনারা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার উপর কিজন্য কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইল?

তখন জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় বলিলেন যে, ফুরফুরার হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহার নাম লইয়া এইরূপ ফৎওয়া প্রচার করা হয় নাই।

তখন মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, এই দেখুন মাওলানা হামেদ ছাহেবের ফৎওয়া লিখিত আছেঃ—

"মুসলমান ভাইগণকে জানা ওয়াজেব যে ফুরফুরিয়া ওয়ালা ও তাঁহার খলিফাগণের নিকট মুরিদ হওয়া যোগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট মুরিদ হওয়ার সমান।"

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, শ্রোতৃবর্গ! আপনারা উপরোক্ত কথাতে কি বুছিতেছেন? অনেকেই বলিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, এই ফৎওয়াটি ফুরফুরার পীর সাহেবের উপর লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেবও বলিলেন, ইহাই বুঝা যায় সত্য।

তৎপরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, এই মিরেশ্বরী মাওলানা একখানা বিজ্ঞাপণে কি লিখিয়াছেন, তাহাও শুনুনঃ—

"ফুরফুরার মাওলানা আবুবকর সাহেব তাঁহার খলিফা মাওলানা রুহল আমিন সাহেব দ্বারা কলেমা বদলাইয়া লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন, এজন্য মাওলানা হামেদ সাহেব এইরূপ খেলাফতনামা দাতাগণকে কাফের

হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।” ইহাই উক্ত বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত সার।

এক্ষেত্রে এই মিরেশ্বরী মাওলানা নিজেই ফুরফুরার পীর সাহেবের নাম ধরিয়া ফৎওয়া জারি করিয়াছেন। আর আমি ত এইরূপ কোন্ কিছু লিখি নাই, তবে আমার কি দোষ হইল যে, তিনি আমার নামোল্লেখ করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন?

সভার লোক ইহা শুনিয়া অবাক হইলেন এবং মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, আপনারা অন্যায়ভাবে একজন নির্দ্দোষ বোজর্গের উপর কেন এরূপ ফৎওয়া জারি করিলেন? কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে।

ইহাতে উভয় মাওলানা বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা এ বিষয় অবগত হইতে পারি নাই এবং উক্ত পীর সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। এই বলিয়া উভয় মাওলানা এইরূপ ফৎওয়া দেওয়া অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, আপনারা এইরূপ ফৎওয়া দেওয়ার পূর্বে ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট কি জন্য জিজ্ঞাসা করেন নাই? বিনা জিজ্ঞাসায় কি কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে?

জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপরে মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, ছূফি তাজাম্মোল হোছাএন সাহেবের ২নং সেজরাতে আপনাদের কিছু বলিবার আছে কি?

তখন উভয় মাওলানা বলিলেন, উহা নাস্তা'লিক نستعليق ভাবে লেখা হইয়াছে উহা তোগরা নহে।

তৎশ্রবণে মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, ইহা আমার মতে তোগরা, গেননা যাহা সোজা লাইনে লেখা হয়, তাহাই নাস্তালিক, আর যাহা নীচে উপর করিয়া লেখা হয়, তাহাই তোগরা। এস্থলে কলেমাটি নীচে উপর করিয়া লেখা হইয়াছে, এজন্য উহা নিশ্চয় তোগরা হইবে। আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, যদি কেহ ২৫ বৎসর চেষ্টা করে, তবু ইহাতে

কাফেরি অর্থ সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। ইহাতে কাফেরি কোন কথা নাই। ইহা স্বত্ত্বেও যীদ ইহাতে আপনাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে আপনারা ছুফি সাহেবকে একখানা পত্র এই কলেমাটি সোজা লাইনে লিখিতে হুকুম করিলে তিনি তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া এই সামান্য কারণে কাফেরি ফৎওয়া জারি করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

তৎপরে জৌনপুরী পক্ষের কোন লোক একখানা সেজরা প্রকাশ করিলেন, উহার শিরোনামায় সোজা লাইনে নিম্নোক্তভাবে কলেমা লেখা ছিল :—

يا الله X X رسول الله X X ابو بكر رض X عمر رض X لا اله

XX XX

الا الله محمد ص - عثمان رض - على رض -

মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, ইহা কে ছাপাইয়াছে? ইহাতে কোন ব্যক্তির নাম দস্তখত আছে?

জৌনপুরী মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় বলিলেন, এই সেজরাখানাতে কাহারও নামের দস্তখত নাই।

ফুরফুরার পীর সাহেব বলিলেন, ইহা যে কে ছাপাইয়াছে তাহা আমি জানি না।

সভার মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বিপক্ষ দলের কেহ ছাপাইয়া অন্যায় ভাবে ফুরফুরার পীর সাহেবের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।

মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, এই শেজরা কে ছাপাইয়াছে, প্রথমে তাহাই স্থির করা হউক, তৎপরে উহার লিখিত কলেমাতে কাফের হইতে হয় কি না, তাহা তদন্ত করা যাইবে।

জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

মাওলানা অজিহুল্লাহ সন্দিপি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, যদিও উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা জানা যায় না, তথাচ আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, উহাতে কাফেরী মর্ম্ম সাব্যস্ত হইতে পারে না, কেননা উহাতে কলেমা ও ছাহাবাগণের নামের মধ্যে পৃথক পৃথক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রত্যেক শব্দের শেষ অক্ষরে জের, জবর ও পেশ কিছুই নাই, কাজেই উহা জোমলা হইতে পারে না বা উহার কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যখন জৌনপুরী দল শত চেষ্টা করিয়া উহাতে কাফেরী ফৎওয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এইরূপ দুইটী বিরাট জামায়াতের মধ্যে ফাছাদ কলহের সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করুন, আপনারা এইরূপ অন্যায় ফৎওয়া ফেরত লউন। এইরূপ ফৎওয়া প্রচার করা বন্ধ করিয়া দিন।

জৌনপুরী দল বলিলেন, ফুরফুরার পীর ছাহেবের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ কল্পে যে কেতাবগুলি ছাপান হইয়াছে তাহার প্রচার বন্ধ করা হউক।

ফুরফুরার পীর ছাহেব বলিলেন, অন্যান্য স্থানে আপনাদের ফৎওয়া প্রচার হইয়া গিয়াছে, তথাকার লোকদের মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, কাজেই তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থে এই কেতাবগুলি প্রচার করা নিতান্ত দরকার। যদি জৌনপুরী দল আর বাড়াবাড়ি না করেন, তবে উক্ত কেতাবগুলি দ্বিতীয়বার ছাপান হইবে না।

মাওলানা আবুল ফারাহ ছাহেব বলিলেন, যাহাতে আর এই ফৎওয়া প্রচার না হয়, আমি তাহার জামিন রহিলাম।

ফুরফুরার পীর ছাহেব বলিলেন, যাহারা অন্যায়ভাবে আমার উপর এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলাম।

মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেবের মন্তব্য

"এই উভয় জামায়াতের মধ্যে শেজরা লইয়া যে মনোমালিন্য চলিতেছিল, তাহা মীমাংসা হইয়া গেল, এই হইতে এক পক্ষ যেন অন্য পক্ষের নিন্দাবাদ না করেন। শেজরা সম্বন্ধে ফুরফুরার পীর ছাহেবের কোন

দোষ নাই। তাঁহার খলিফাগণের তোগরা অক্ষরে মুদ্রিত শেজরা লিখিত কলেমাতে কোন দোষ নাই।''

দ্বিতীয় দিবস অনেকে মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেবকে বলিলেন, আপনি মৌলুদ শরিফে কেয়াম জায়েজ কিনা, কোরাণ তেলাওয়াত করিয়া পারিশ্রমিক (ওজরত) গ্রহণ করা জায়েজ কিনা, কটবন্ধের উপসত্ত্ব ভোগ হালাল কিনা? বন্দে মাতরম বলা জায়েজ কিনা? এই সমস্ত মসলার মীমাংসা করিয়া দিন।

মাওলানা বলিলেন, কটবন্ধকের উপসত্ত্ব নাজায়েজ হওয়ার প্রতি দেওবন্দের আলেমগণ ফৎওয়া দিয়াছেন। আর কেয়াম ও কোরাণ তেলাওয়াতের ওজরত লওয়ার মসলায় মতভেদ আছে, এইরূপ মসলায় নিজেদের ভক্তিভাজন আলেমগণের তাবেদারি করিলে এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের নিন্দাবাদ না করিলে, সমস্ত বিবাদ মীমাংসা হইয়া যায়।

'বন্দে মাতরম' বলা জায়েজ কিনা, ইহা আমি কে মাসের মধ্যে তদন্ত করিয়া লিখিব।

সভা ভঙ্গ হওয়ার পরে মাওলানা মনিরুজ্জামান সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন ও ছুফি ছদরদ্দিন সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনারা 'বন্দে মাতরম' বলা জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে যদি বাহাছ করিতে চাহেন, তবে প্রতিপক্ষ প্রস্তুত আছেন।

ইহার তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদিও মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব শালিষে থাকিয়া মীমাংসা করিয়া দেন, তবে আমরা বাহাছ করিতে প্রস্তুত আছি।

মাওলানা মনিরুজ্জামান সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি এই ট্রেনে চলিয়া যাইবেন।

মাওলানা রুহল আমিন ও ছুফি ছদরদ্দিন সাহেবদ্বয় লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি শালিষে না থাকেন, তবে এখন কাহার শালিসিতে বাহাছ হইবে? এক্ষেত্রে তিনি ইহার মীমাংসা করিয়া পাঠাইবেন।

পাঠক, সহস্রাধিক আলেম, মৌলবী ও মুনসির সাক্ষাতে যে বাহাছ হইয়া গিয়াছে, জৌনপুরী দল কাফেরী ফৎওয়ার কোন প্রমাণ দিতে সক্ষম হইলেন না, কাজেই তাঁহাদের যে পরাজয় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। ইহা সত্ত্বেও মাওলানা হামেদ ছাহেব নাকি নানাস্থানে উক্ত বাতীল ফৎওয়া প্রচার করিয়া দ্বেষ হিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তিনি যদি এইরূপ অস্বীকার করিবেন, তবে কেন জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ ও মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেবদ্বয়কে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেন তিনি নিজে সম্মুখ সমরে আগমন করেন নাই? যদি তাঁহাদের দলের শক্তি থাকে, তবে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেবের এহকাকোল হক ও এবতালোল-বাতেল কেতাবের এবং মাওলানা নেছারুদ্দিন ছাহেব লিখিত মাওলানার উক্তি খন্ডনের ন্যায্য উত্তর লিখুন আর যদি উত্তর লেখার শক্তি না থাকে, তবে লোক বল দ্বারা দেশে একটি অশান্তি ঘটান কি মৃত দুনইয়ার লোভে দীন বরবাদ করা নহে? যদি এইরূপ মাওলানাদের মধ্যে পীরত্ব বা হকিকত, মা'রেফাত জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাদের সহস্র সহস্র মুরিদ দল ছাড়া হইয়া কেন ফুরফুরার হজরতের আশ্রয় প্রার্থী হইতেন? এই দুনিয়াদারি মুরিদ বৃদ্ধি ধারণাই তাঁহাদিগকে একজন অলিয়ে-কামেলের শক্রুতাতে উত্তেজিত করিয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন ঃ—

* من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب *

"খোদা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সহিত শক্রুতা করে, নিশ্চয় আমি তাহার সহিত জেহাদের সংবাদ দিতেছি।

হায়, যে মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব সত্যের জ্বলন্ত ছবি ছিলেন, যাহার মুরিদরা সত্য মতাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, আজ সেই বোজর্গের সন্তান বা তাহার দলভুক্ত লোকেরা অসত্যের দৃষ্টান্ত ও খোদার বিরুদ্ধে জেহাদকারি সাজিলেন।

* انا لله و انا اليه راجعون *